যুগান্তর

তারিখ 26 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বরিশাল বগুড়ায় ২১শ' ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা

রংপুর পলিটেকনিকে সংঘর্ষে আহত ৫০

যুগান্তর ডেস্ক

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে ১২শ' ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। একই ধরনের ঘটনায় বগুড়ায় ৯১৬ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এছাড়া রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নতুন করে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে। যুগান্তর ব্যুরোর পাঠানো খবর—

বরিশাল : বরিশালে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে ১২শ' জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই আলমগীর হোসেন এ মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ ১২শ' জনকে আসামি করা হয়। জনগণের মালামাল নষ্ট করে বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগে এ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় ২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মতিয়ার রহমান জানান, শুক্রবার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা

মামলা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

মামলা : ছাত্রের বিরুদ্ধে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে অবমূল্যায়নের গুজবে বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর বটতলা, নথুল্লাবাদ রোড ও চৌমাথা এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর, বাস-ট্রাকে অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধ করে বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

বগুড়া : পুলিশের ওপর হামলা, সড়ক অবরোধ করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, পুলিশ লাইন্স ও পুলিশের বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ১৬ শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করে ৯১৬ জনের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সদর থানার সেকেন্ড অফিসার হারুনুর রশিদ এ মামলা করেন। গ্রেফতার ছাত্রদের শুক্রবার সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতার করা বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও আইআইটিবি পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা হল— আল-আমিন, লতিফ, মাহবুব, মনিরুল, বিপ্লব, সোহেল, মাসুদ, মনির, হুমায়ুন, শিমুল, রুবায়েত, আকরাম, ওয়াজেদ, রাজু, কামরুল ও নাজমুল।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়ার খবরে বগুড়া সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও বেসরকারি আইআইটিবি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা তাণ্ডব চালায়। শেরপুর সড়ক অবরোধ, পুলিশ ও পথচারীদের মারধর, পুলিশ লাইন্স ও পুলিশের আবাসিক এলাকায় তারা হামলা চালায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ৭-৮টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। সদর থানার ওসি (তদন্ত) আতিয়ার রহমানসহ ২০ পুলিশ এবং পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা, এনএসআইয়ের কর্মকর্তা আনিসার রহমানসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ৪৪ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বেলা ১টার দিকে জেলা প্রশাসক সারোয়ার মাহমুদ, পুলিশ সুপার মোজাম্মেল হক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এসএম ফেরদৌস আলম ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ বগুড়া পলিটেকনিক ও আইআইটিবির ১৬ ছাত্রকে গ্রেফতার করে। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা অভিযোগ করেন, কোন স্বার্থান্বেষী মহল তার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে গুজব ছড়িয়ে ছাত্রদের উস্কে দেয়। এর ফলে তারা সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশকে মারধরসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে।

সদর থানার সেকেন্ড অফিসার হারুনুর রশিদ জানান, আহত ওসি (তদন্ত) আতিয়ার রহমানের অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা ছাড়াও কোন কোন বেসরকারি পলিটেকনিকের মালিক ও শিক্ষকের ইন্ধনে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে। তদন্তে নাম এলে তাদেরও আসামি করা হবে। তিনি জানান, সরকারি কাজে বাধা, সড়ক অবরোধ করে প্রতিবন্ধকতা, পুলিশ লাইন্সে হামলা, পুলিশকে মারধরসহ বিভিন্ন অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে উল্লিখিত ১৬ ছাত্রের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৯০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে এদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

রংপুর : ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা তৃতীয় ধাপে নামিয়ে দেয়া হবে এ মর্মে খবর প্রকাশ হওয়ায় রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শুক্রবার খাদ্য অধিদফতরের একটি নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে ছাত্ররা বাধা দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পাল্টা জবাবে ছাত্ররা ইটপাটকেল ছুড়ে ও লাঠিসোটা নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এরপর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আবারও সংগঠিত রূপ নিয়ে লাঠিসোটা, ইটপাটকেল নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে নবাবগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালায় ও সেখানে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। এছাড়ও ছাত্ররা দোকানপাট, যানবাহনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় দোকান-কর্মচারী ও ছাত্র-পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ৩৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। এ নিয়ে সারা শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার খাদ্য বিভাগের সহকারী উপপরিদর্শক পদে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ রকম একটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। শুক্রবার ছাত্ররা সকাল থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গেটে এসে জড়ো হয়। এ সময় তারা খাদ্য বিভাগের সহকারী উপপরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের কলেজে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তাদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় পুলিশ ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশের ওপর একযোগে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এক পর্যায়ে পুলিশ ৩০ রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে হামলাকারী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। রংপুর পুলিশ সুপার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের ধরার জন্য পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোসলেম উদ্দিন যুগান্তরকে জানান, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে পদ অবনতির সরকারি পরিকল্পনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতায় তারা গতকাল কলেজ গেটে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।